স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯৪৭–২০১১)

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান যুগে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় নারীবাদ একটি বহুল আলোচিত বিষয়। কোন দেশ বা জাতির উন্নয়নের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সেই দেশ বা জাতির নারী সমাজের অবস্থান বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। বাস্তবে বিভিন্ন যুগ বা সময়কালে সমাজ ও সংস্কৃতির মানোন্নয়নের প্রতিরূপ হল নারীর অবস্থান। নারীর অবস্থান আলোচনা প্রসঙ্গে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষার অধিকার, সাম্যের অধিকার বিষয়গুলির প্রাথমিকভাবে এসে পড়ে এবং নারীর এসব অধিকারগুলি অর্জন করতে গিয়ে নারীবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। সাধারণত মনে করা হয় বিংশ শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে নারীবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব ও বিকাশ। আবার কেউ কেউ মনে করেন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে নারীর ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। তবে নারীর অধিকার আদায় ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন ১৯৭০ এর দশকের আগে দেখা যায়নি। নারীর অধিকার আদায় প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের জন্যই বিভিন্ন নারীবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব। এদের কেউ কেউ লিঙ্গ সমতা, ভোটাধিকার, আইনের অধিকার, সামাজিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে সোচ্চার হয়েছেন। বর্তমান গবেষণাটিতে নারীকে শুধুমাত্র একটি জৈবিক চরিত্র হিসেবে নয় একটি সামাজিক চরিত্র হিসেবেও প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যদিও সামাজিক কার্যকারিতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভূমিকা, দায়িত্ব, কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা গুলি ভিন্ন। এই লিঙ্গ ভিত্তিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা গুলি শুধু ভিন্নতার সৃষ্টি করে, তাই নয় সমাজের নারী পুরুষের মধ্যে অসাম্য সৃষ্টি করে। এই অসাম্যের জন্যই নারী সর্বদাই পুরুষ অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত এবং এই অসাম্য দূরীভূতকরণের জন্য নারী ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি। নারী ক্ষমতায়ন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কতগুলি সূচককে নির্দেশ করা যেতে পারে, যেমন আর্থিক স্বাবলম্বীতা সমাজে নারীর মর্যাদা সুনির্দিষ্ট করে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং মনস্তাত্ত্বিক আত্মনির্ভরশীলতা আত্মোন্নতি ঘটায়।

বর্তমান গবেষণায় মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত অবস্থান, রাজনৈতিক অবস্থান, ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা গুলি তুলে ধরা হয়েছে। মালদা হল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত জেলা। বর্তমানে এখানে মুসলিম অমুসলিম জনগণ প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থিত। স্বাধীনোত্তর ভারতের সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলিম জনগণ

আর্থসামাজিক দিক থেকে নিম্নে অবস্থিত, এমনকি তারা তপশীলি জাতির জনগণের থেকেও সামাজিক মর্যদায় নিম্নে অবস্থিত। তারা শিক্ষাগত দিক থেকে প্রান্তিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে দরিদ্র, রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাহীন শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো দেশ ও জাতির উন্নতিতে সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে, অথচ তারা সব থেকে প্রান্তিক ও সুবিধাহীন সম্প্রদায় এবং এই সম্প্রদায়ের নারীর অবস্থা আরো করুণ। এই নারী জাতির অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ও সুক্ষ্মভাবে গবেষণার জন্য মালদা জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। মালদা জেলাকে নির্বাচনের কতগুলি কারণ হল, মালদা জেলা হল পশ্চিমবঙ্গের অনুন্নত জেলাগুলির অন্যতম এবং ভারতে মুসলিম অধ্যুষিত জেলা হিসেবেও পরিচিত। ইতিপূর্বে মালদা জেলার ওপর যতগুলি গবেষণা হয়েছে সবগুলি প্রায় সহায়ক উপাদান নির্ভর ও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত। মুসলিম জনমানস, জনঘনত্ব, মুসলিম নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক অবস্থানকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণায়। তার সাথে ইসলামিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি নারীর জীবনের কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তাও আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনোত্তর পর্বে নারীর জীবনের কীরূপ পরিবর্তন হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য ১৯৪৭ থেকে ২০১১ শেষ সেন্সাস রিপোর্টকে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে উক্ত গবেষণার জন্য এবং আরও সূক্ষ্মভাবে গবেষণার জন্য মালদা জেলার চারটি ব্লককে নির্বাচন করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের চারটি ব্লক যথা কালিয়াচক ১, রতুয়া ১ ও মানিকচক এবং শহরাঞ্চলের ইংরেজবাজার পৌরসভা এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় মালদা জেলার শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে নির্ধারিত প্রশ্নসূচীর মাধ্যমে ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা ও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে নারীর আর্থসামাজিক, শিক্ষাগত অবস্থান ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও কোরআন ও হাদিসে নির্ধারিত নারীর অধিকারসমূহ ও বাস্তবে নারীর সামাজিক অধিকার ও অবস্থান সম্পর্কে মালদা জেলার নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি কি সেই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে আমাদের বর্তমান গবেষণায়।

পরিসংখ্যায়নগত তত্ত্ব ও সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত গবেষণাকার্যটি ছয়টি অধ্যায় বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে নারীবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব ও বিকাশ, বর্তমান গবেষণার বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাবলী, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা ক্ষেত্র, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার গুরুত্ব, গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে মুসলিম নারীর অধিকার গুলি ও বাস্তবে মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি কিভাবে সম্পর্কিত এবং পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থানকে কিভাবে প্রভাবিত করে সেই সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মালদা জেলার মুসলিম

সমাজ ব্যবস্থা ও মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান, নারীর কর্মের যোগদানের হার, বৈতনিক কর্মে যোগদানের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার হার পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনোত্তর কালে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত মালদা জেলার মুসলিম নারী শিক্ষা, নারী শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে তারতম্য কোথায় তা খতিয়ে দেখা হয়েছে উক্ত গবেষণায়। স্বাধীনোত্তর কালের মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। মালদা জেলার মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের বিধানগুলি, ভারতের রাজনীতিতে নারীর যোগাযোগ কিভাবে ঘটল, স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ, বাংলার মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার নির্বাচনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ, সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কতখানি সহায়ক তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলামিক অনুশাসন গুলি মুসলিম নারীর জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করছে, পর্দাপ্রথা, বিবাহ ও তালাক মুসলিম নারীর জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলি কিভাবে নারীর জীবনকে প্রভাবিত করছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও মুসলিম পার্সোনাল ল' বা মুসলিম পারিবারিক আইন, তিন তালাক ও তার পরবর্তী ভরণপোষণ, মেহের প্রভৃতি সম্পর্কে মালদা জেলার মুসলিম নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে। সর্বপরি অধ্যায় গুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী, সমাজে মুসলিম নারী কি কি সমস্যা গুলি সম্মুখীন হচ্ছে ও মুসলিম নারীদের উন্নতির জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে তা আলোচনা করা হয়েছে।

ইয়াসমিন রেজা
গবেষিকা
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা